ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা(IOM)

IOM



কুরআন-হাদীসের আলোকে

শবে বরাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

Assignment

RAM 302
Research & Masayel

প্রস্তুতকারীঃ

মুহাম্মাদ তৌফিকুর রহমান

ব্যাচঃ ২০২

রোলঃ ২০২০১০৪৯

ষষ্ঠ সেমিস্টার,ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

নির্দেশনায়ঃ

মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ

উস্তাদ, ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

সূচীপত্র

অবতরনিকা ২
ভূমিকা ৩
শা'বান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৩
শবে বরাত নামটির শাব্দিক বিশ্লেষণ ৪
শবে রাতের ফযীলত সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কয়েকটি হাদীস ৫
এ রাতে করণীয় আমলসমূহ..৬
এই রাতের বরকত থেকে যারা বঞ্চিত...৮
শবে বরাতে যে সব কাজ করা বিদ'আত ও নিষিদ্ধ ১০
মহিলাদের জামা'আত ১৫
শবে বরাত : কিছু ভ্রান্তি নিরসন ১৫
পরিশিষ্ট ২০

অবতরনিকা

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর অশেষ রহমতে ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা(IOM) এর ষষ্ঠ সেমিস্টারের রিসার্চ এন্ড মাসাইল(RAM 302) কোর্সের এসাইনমেন্ট "কুরআন-হাদীসের আলোকে শবে বরাতের গুরুত্ব ও ফযীলত" সম্পন্ন হলো। এটি সম্পন্ন করতে দুটি নির্ভরযোগ্য কিতাব এবং কয়েকটি অনলাইন পোর্টালের সাহায্য নেওয়া হয়েছে যা পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হলো। কুরআন আয়াত ও হাদীস সংগ্রহের জন্য www.muslimbangla.com ওয়েবসাইটের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

আমি গাইরে আলেম হওয়ায় এখানে ভুল থাকা খুবই স্বাভাবিক। ভুল কোনো কিছু দৃষ্টিগোচর হলে সংশোধন করে দেওয়ার অনুরোধ।

মহান আল্লাহ তায়ালা এই নগণ্য মেহনতটুকু ভুলত্রুটি মাফ করে কবুল করুন। আমাদের উস্তাদ মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবকে আল্লাহ তায়ালা জাযায়ে খায়ের দান করুন। মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের হকের উপর চলার তৌফিক দান করুন।

মুহাম্মাদ তৌফিকুর রহমান

০৭.০৬.২০২৩

হামিদ হল, রুয়েট, রাজশাহী

mdtoufiqurrahman01@gmail.com

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى اله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد

মহান আল্লাহ পাক যেমনি করে বছরের বিভিন্ন মৌসুমকে বিভিন্ন ফসলের জন্য অপেক্ষাকৃত উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। যদি সেই নির্দিষ্ট মৌসুমে তার উপযোগী ফসলের চাষ করা হয় তবে অধিক লাভবান হওয়া যায়। তেমনি করে বছরের কোন কোন মাস ও তার দিবা রাত্রিকেও তিনি বিভিন্ন ইবাদত ও আরাধনার জন্যে বিশেষভাবে বরকতময় এবং বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে রেখেছেন। যে ব্যক্তি এ সকল বরকতময় সময়গুলোতে সফলতা লুফে নিবে সামান্য মেহনত আর প্রচেষ্টার ফলে সে এমন সব বিশাল প্রতিদানের অধিকারী হবে যা অন্য সময়ে অধিক মেহনত করেও অর্জন করা সম্ভব নয়।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল অধিকাংশ মুসলমান শরীয়ত ও সুন্নতের প্রতি অবজ্ঞা আর উদাসীনতার ফলে এ সকল ‘ইবাদত এবং তার সঠিক পদ্ধতিসমূহকে ছেড়ে দিয়েছে, যা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাই স্বাভাবিক কারণেই তারা এর বরকত ও রহমত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

সুতরাং একজন মুমিন মুসলমান মাত্রই আমাদের জেনে নেয়া উচিত যে, বৎসরের কোন কোন সময় বরকতময় এবং তাতে কি কি ধরনের আমল শরীয়ত সমর্থিত? সে সব আমলের ফযীলত ও তাৎপর্য কি?

শা'বান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

এ ধরনের বরকতময় সময়গুলোর মধ্য হতে শা'বান মাস উল্লেখযোগ্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসেই সর্বাধিক রোযা রাখতেন । এই মর্মে হাদীসের ভাষ্য নিম্নরূপঃ

১ নং হাদীস :

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان"

আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রাহঃ) .... আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একাধারে (এত বেশী) রোযা (পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর রোযা

পরিত্যাগ করবেন না। (আবার কখনো এত বেশী) রোযা পালন না করা অবস্থায় একাধারে কাটাতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর (নফল) রোযা পালন করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে রমজান ব্যতীত কোন পুরা মাসের রোযা পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান মাসের চেয়ে কোন মাসে বেশী (নফল) রোযা পালন করতে দেখিনি।[১]

২ নং হাদীস :

أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن، - شيخ من أهل المدينة - قال حدثني أبو سعيد المقبري، قال حدثني أسامة بن زيد، قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان . قال " ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم " .

আমর ইবনে আলী (রাহঃ) .... উসামা ইবনে যায়দ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনাকে তো শা'বান মাসে যে পরিমাণ রোযা পালন করতে দেখি বছরের অন্য কোন মাসে সে পরিমাণ রোযা পালন করতে দেখি না। তিনি বললেন শা'বান মাস রজব এবং রমযানের মধ্যবর্তী এমন একটি মাস যে মাসের (গুরুত্ব সম্পর্কে) মানুষ খবর রাখে না অথচ এ মাসে আমলনামা সমূহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকটে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমলনামা আল্লাহ তাআলার নিকটে উত্তোলন করা হবে আমার রোযা পালনরত অবস্থায়।[২]

শবে বরাত নামটির শাব্দিক বিশ্লেষণ

শবে বরাত নামটি একটি ফার্সি ও একটি আরবি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'শব' শব্দটি ফার্সি, অর্থ রাত আর 'বরাআত' শব্দটি আরবি, অর্থ মুক্তি। দুটি মিলে অর্থ হয় "মুক্তির রাত"। যেহেতু এ রাতে অগণিত মানুষের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং বহু জাহান্নামিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়, তাই এ রাতটি শবে বরাত' বা মুক্তির রাত নামে পরিচিত। হাদীস শরীফে এ রাতটি 'লাইলাতুন নিসফ মিন শাবান' (অর্ধ শাবানের রাত তথা ১৪ শাবান দিবাগত রাত) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১] সহীহ বুখারী ১৯৬৯

[২] সুনানে নাসায়ী ২৩৫৭

শবে রাতের ফযীলত সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কয়েকটি হাদীস

০১। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) এর হাদীস-

وعن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» . رواه ابن ماجه

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) হইতে বর্ণনা করেন— রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলিয়াছেনঃ অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে (শবে বরাতে) আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ হন এবং মাফ করিয়া দেন তাঁহার সকল সৃষ্টিকে — মুশরিক ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত।[৩]

০২। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) এর হাদীস-

صحيح ابن حبان – محققا (12/ 481)

5665 – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خُلَيْدٍ عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَطْلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ»

অর্থ : হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা অর্ধ শা’বানের রাতে (শা’বানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে) সৃষ্টির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতিত সবাইকে ক্ষমা করে দেন।[৪]

-

০৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর হাদীস-

مسند أحمد (6/ 197)

6642 – حدثنا حسن حدثنا ابن لَهيعة حدثنا حيىُّ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِّي عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم – قال: "يطَّلعُ الله عَزَّ وَجَلَّ إلي خلقه ليلةَ النصف من شعبان، فيغفر لعباده، إلا لاثنين: مشاحنٍ، وقاتِلِ نفسٍ".

---

[৩] ইবনে মাজাহ্ (মিশকাতুল মাসাবীহ ১৩০৬)

[৪] সহীহ ইবনে হিব্বান-১২/৪৮১, হাদীস-৫৬৬৫, কিতাবুস সুন্নাহ-১/২২৪, হাদীস-৫১২, আল ইহসান-৭/৪৭, মাওয়ারিদুয যমআন-৪৮৬, হাদীস-১৯৮০, মাজমাউ যাওয়াইদ-৮/৬৫, সিলসিলাতুস সহীহা-৩/১৩৫, হাদীস-১১৪৪, শোয়াবুল ঈমান-৩/৩৮২, হাদীস-৩৮৩৩, আল মু’জামুল কাবীর-২০/১০৮,১০৯, আততারগীব-২/২৪২

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : ১৫ই শা’বানের রাত্রে আল্লাহ পাক তার বান্দাদের ক্ষমা করে দেন দুই ব্যক্তি ছাড়া। এক. পরশ্রীকাতর। দুই. অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যাকারী।[৫]

এ রাতে করণীয় আমলসমূহ

১। ইস্তিগফার তথা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা

২। পরদিন রোযা রাখা

عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا كانت ليلةُ النِّصفِ من شعبانَ فقوموا ليلَها، وصوموا نَهارَها، فإنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فيها لغُروبِ الشَّمسِ إلى سماءِ الدُّنيا، فيقولُ: ألا من مُستغفِرٍ لي فأغفرَ لَه ! ألا مُسترزِقٌ فأرزقَهُ ألا مُبتلًى فأعافيَهُ ألا كذا ألا كذا حتّى يطلُعَ الفجرُ

অর্থ : হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অর্ধ শা'বানের রাত [১৪ শা'বান দিবাগত রাত] যখন আসে তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত বন্দেগীতে কাটাও এবং দিনের বেলায় রোযা রাখ। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এ রাতে সূর্যাস্তের পর প্রথম আসমানে আসেন এবং বলতে থাকেন, আছে কি কোনো ক্ষমাপ্রার্থী? আমি তাকে ক্ষমা করবো। আছে কি কোনো রিযিক প্রার্থী, আমি তাকে রিযিক দিব। আছে কি কোনো বিপদগ্রস্ত, আমি তাকে বিপদমুক্ত করে দিবো। আছে কি এমন আছে কি এমন, এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত বলতে থাকেন।[৬]

৩। অনির্ধারিতভাবে নফল ইবাদত করা

عن علاء بن الحارث أن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلى فأطال السجود ، حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبها مه فتحرك فرجعت فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال يا عائشة أو – يا حميراء! أظننت أن النبي قد خان بك؟ قلت : لا والله يارسول الله لكني ظننت أنك قبضت الطول سجودك فقال : أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين و يؤخر أهل الحقد كماهم

---

[৫] মুসনাদে আহমদ-৬/১৯৭, হাদীস-৬৬৪২, মাজমাউস জাওয়ায়েদ-৮/৬৫, হাদীস-১২৯৬১, আত তারগীব ওয়াত তারহীব লিল মুনজেরী-৩/৩০৮, হাদীস-৪৮৯২। ইত্যাদি অসংখ্য কিতাব।

[৬] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ২৩৮৪; শুয়াবুল ঈমান, হা: ৩৮২২; আত্তারগীব ওয়াত্ তারহীব : ২/১৩৩

(أخرجه جه البيهقي في شعب الإيمان ٣ : ٣٨٢ ، ٣٨٣ ، رقم ٣٦٣٥ ، وقال هذا مرسل جيد العدم سماع العلاء عن عائشة و الله أعلم وأورده المنذري أيضا في الترغيب والترهيب ٢٤٢:٢ ، والسيوطي في جمع الجوامع (خ)١٨٥:١ والدر المنثور ٢٧:٦ عن شعب البيهقي) النات

হযরত আ'লা ইবনুল হারিস্ রহ. থেকে বর্ণিত, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামাযে দাঁড়ালেন এবং এত দীর্ঘ সিজদা করলেন যে, আমার আশঙ্কা হলো তাঁর হয়তো ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আমি তখন উঠে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সিজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করে বললেন, হে আয়েশা! অথবা বললেন, ওহে হুমায়রা! তোমার কি এই আশঙ্কা হয়েছে যে, আল্লাহর রসূল সা. তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার দীর্ঘ সিজদা থেকে আমার আশঙ্কা হয়েছিল আপনি ইন্তেকাল করেছেন কি না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান এটা কোন্ রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি তখন বললেন, "এটা হল অর্ধ শা'বাননের রাত। (শা'বাননের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত) । আল্লাহ তা'আলা অর্ধ শা'বাননের রাতে তাঁর বান্দাদের প্রতি মনোযোগ দেন, ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই।"[৭]

৪। আড়ম্বরপূর্ণ না হলে স্বাভাবিকভাবে হলে কবর যিয়ারত করা[৮]

عن عائشة : قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله عز و جل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب

---

[৭] শুআবুল ঈমান ৩/৩৮২

[৮] *রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শবে বরাতে জান্নাতুল বাকী'তে তাশরীফ নিয়ে যাওয়া সম্পর্কিত হাদীসের পূর্বাপর অবস্থার উপর যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তবে উল্লেখিত বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কারণ হাদীসে এমনকথা নেই যে, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু' চারজন মানুষ সাথে করে জান্নাতুল বাক্বীতে গিয়েছিলেন। বরং এ কথার উল্লেখ নেই যে, তিনি কাউকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছেন। না এ কথারও উল্লেখ আছে যে, নববী যুগের কোন একটি শবে বরাতেও কোন একজন সাহাবী জান্নাতুল বাক্বীতে কিংবা অন্য কোন কবরস্থানে গিয়েছিলেন। এরপর খাইরুল কুরূনেও এর কোন দৃষ্টান্ত মিলেনা । এমন কোন কথাও হাদীসে নববী ও তারীখের কোথাও পাওয়া যায় না যার দ্বারা এ কথা বুঝে আসে যে, সে যুগে কবর যিয়ারাতকে একটি বিশেষ আমল মনে করা হতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ রাতে জান্নাতুল বাক্বীতে তাশরীফ নিয়ে যাওয়া যদি এ জন্যে হতো যে, তা উম্মতের জন্যেএ রাতের করনীয় আ'মালের অন্তর্ভুক্ত হবে তবে খাইরুল কুরূনে অবশ্যই তার উপর আমল করা হতো। উপরন্তু, কবরস্থানে মেলা বসানো, দূর দুরান্ত হতে সফর করে মাযারে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে গর্হিত বিভিন্ন কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি সকল প্রকার কাজের শরীয়তে সামান্যমাত্র অবকাশ নেই।*

অনুবাদ-হযরত আয়শা রাঃ বলেন-এক রাতে রাসূল সাঃ কে না পেয়ে খুজতে বের হলাম। খুঁজতে খুঁজতে জান্নাতুল বাকীতে [মদীনার কবরস্থান] গিয়ে আমি তাঁকে দেখতে পেলাম। তিনি বললেন- কি ব্যাপার আয়শা? [তুমি যে তালাশে বের হলে?] তোমার কি মনে হয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমার উপর কোন অবিচার করবেন? [তোমার পাওনা রাতে অন্য কোন বিবির ঘরে গিয়ে রাত্রিযাপন করবেন?] হযরত আয়শা রাঃ বললেন- আমার ধারণা হয়েছিল আপনি অন্য কোন বিবির ঘরে গিয়েছেন। রাসূল সাঃ তখন বললেন-যখন শাবান মাসের ১৫ই রাত আসে অর্থাৎ যখন শবে বরাত হয়, তখন আল্লাহ পাক এ রাতে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। তারপর বনু কালব গোত্রের বকরীর পশমের চেয়ে বেশী সংখ্যক বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন।[৯]

উপরোক্ত হাদীসগুলি দ্বারা যা বুঝা যায় তার সারসংক্ষেপ হল, এ রাতে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকা, একনিষ্ঠ মনে কৃত পাপাচারের জন্য ইস্তিগফার ও তাওবা করাই প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। মুসলমান মাত্রই ওই সকল গুনাহ থেকে বেচেঁ থাকা উচিত যা এই মহান রাতের ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ ও দু'আ কবুলের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে বলে হাদীসে এসেছে। শিরক, হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যায় হত্যাকাণ্ড ও ব্যভিচারের মতো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত পাপাচার এর অন্যতম। [১০]

এই রাতের বরকত থেকে যারা বঞ্চিত

এ রাতের ফযীলত ও বরকত সম্বলিত হাদীস আমরা যেমনিভাবে পাই তেমনি হাদীস সমূহে এমন কিছু গুনাহের উল্লেখ পাওয়া যায় যাতে লিপ্ত ব্যক্তিরা এর সকল প্রকার ফযীলত ও বরকত হতে বঞ্চিত থেকে যায়। আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমীন।

১ নং হাদীস

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا الاثنين : مشاحن و قاتل نفس

)هذا حديث حسن رجاله كلهم قد وثقوا إلا ابن لهيعة وهو حسن الحديث كما حققته في رسالتي الصراحة فى ليلة البراءة أخرجه أحمد في مسنده ٢: ١٧٦ ، رقم ٦٦٤٢ ، وأورده الهيثمي في المجمع ٨:٦٠، وقال: وفيه ابن لهيعة، وهو لين الحديث، وبقية رجاله وثقوا ، قلت : وقال في عدة مواضع من المجمع وهو حسن الحديث، جمعتها فى رسالتي الصراحة، وأورده المنذرى أيضا في الترغيب والترهيب ٢ : ٢٤٢ ، رقم

---

[৯] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-৭৩৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৬০২৮, মুসনাদে আব্দ বিন হুমাইদ, হাদীস নং-১৫০৯

[১০] ইবনে রজব, লাতায়িফুল মাআরিফ ১৫৪-১৫৫

١٢، باب الترغيب في صوم شعبان و فضل ليلة النصف دون أن يعلله وفي باب الترهيب من التهاجر والتشاحن أيضا :٤ ٢٣٩ ، وقال رواه أحمد بإسناد لين، وابن رجب في اللطائف ص (١٦١)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ১৫ই শা'বান রজনীতে আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। এরপর তাদের ক্ষমা ঘোষণা করেন। কিন্তু দু'ধরনের হতভাগাদের তিনি ক্ষমা করেন না। (১) অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণকারী (২) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যাকারী।[১১]

২ নং হাদীস

عن عطا بن يسار رحمه الله تعالى : ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان ينزل الله فيها إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا مشرك أن مشاحن أو قاطع رحم.

হযরত ‘আতা ইবনে ইয়াসার (রাহঃ) বলেনঃ লাইলাতুল কদর ছাড়া অন্য কোন রাত শবে বরাত হতে উত্তম নয় । এ রাতে আল্লাহ পাক প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং মুশরিক, হিংসুক ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ছাড়া (ক্ষমা প্রার্থনাকারী) সকল বান্দাকে তিনি ক্ষমা করে দেন।[১২]

৩ নং হাদীস

عن عائشة رضى الله عنها فى حديث طويل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل عليه السلام فقال: هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بقدر شعور غنم كلب لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق الوالدين ولا إلى مدمن خمر ثم قالت وسمعته يقول في سجوده : : أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلما أصبح ذكرتهن له فقال : يا عائشة تعلمتهن فقلت نعم، فقال: تعلميهن وعلميهن فإن جبريل عليه السلام علمنيهن وأمر ني أن أرددهن في

السجود)أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٣: ٣٨٣- ٣٨٥، وقال: هذا إسناد ضعيف وروي عن وجه آخر فيقوى به، وأورده المنذري في الترغيب و الترهيب في ليلة النصف من شعبان ٢ : ٢٧١ ، وفي صلة الرحم ٤ : ١٢٢، ١٢٣، ٢٣:٤ ، ٢٣٩ ، والسيوطي في الدر المنشور (٢٧٦)

একটি দীর্ঘ হাদীসে হযরত আয়শা (রাঃ) বলেনঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আজ হযরত জিব্রাইল (আঃ) আমার কাছে এসে বললেনঃ (হে রাসূল!) আজ শা'বানের পনেরতম রজনী । এ রজনীতে আল্লাহ তা'আলা বনু কালব গোত্রের বকরীর পশম পরিমাণ বান্দাদের (ক্ষমা করে) জাহান্নামের অগ্নি থেকে মুক্তি দেন। অপর দিকে মুশরিক, হিংসা পোষণকারী, আত্মীয়তার

---

[১১] মুসনাদে আহমাদ, খন্ডঃ২, পৃষ্ঠাঃ ১৭২, হাদীস নং ৬৬৪২

[১২] هذا حديث مقطوع صحيح، أخرجه سعيد بن منصور كما نقله ابن رجب في اللطائف ص ١٦٢ ، فى المجلس الثاني في نصف شعبان والدهلوي في كتاب ما ثبت بالسنة ص ٣٥٥

বন্ধন ছিন্নকারী, অসভ্য, মাটিতে কাপড় হেঁচড়ে বিচরণকারী, পিতা মাতার অবাধ্য এবং মদ্যপানকারীর প্রতি তাকিয়েও দেখেন না। এরপর হযরত আয়শা (রাঃ) বলেনঃ আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেজদায় এ দু'আ করতে শুনেছিঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার করুণা ও দয়ার দোহাই দিয়ে তোমার ভয়ংকর শাস্তি হতে পরিত্রান চাই । তোমার সন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে তোমার ক্রোধ হতে মুক্তি চাই। হে প্রভু! তোমার মহত্ব ও অতিশয় সৌন্দর্যের শপথ! আমি একমাত্র তোমার আশ্রয়ই কামনা করি। (হে প্রভু!) আমি তো তোমার গুণগান তেমন করে গাইতে সক্ষম নই যেমন করে তুমি নিজেই তোমার গুণকীর্তন করেছো। (হযরত আয়শা (রাঃ) বলেনঃ) সকালে আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সে দু'আটি পুনরাবৃত্তি করলে তিনি বললেনঃ তুমি দু'আটি মুখস্ত করে নিয়েছো? আমি বললাম হ্যাঁ। তখন তিনি বললেনঃ তুমি নিজেও তা স্মরণ রেখো এবং অপরকেও তা শিক্ষা দিও। হযরত জিব্রাইল (আঃ) আমাকে এ দু'আ তা'লীম দিয়েছেন এবং তা সেজদায় বার বার পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন ।[১৩]

উল্লেখিত রিওয়ায়াত সমূহে যেসব গুনাহের বর্ণনা এসেছে তা হলোঃ- ১. শিরক ২. আত্ম হত্যা ৩. হিংসা ৪. রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিন্ন করা ৫. পায়ের গিরার নীচে কাপড় পরিধান করা ৬. পিতা-মাতার নাফরমানী করা ৭. শরাব পানে মত্ত থাকা।

অতএব, প্রতিটি মুসলমানের জন্যই এ সকল গুনাহ এড়িয়ে চলা উচিত। আর যদি কারো দ্বারা এ ধরনের কোন গুনাহ সংঘটিত হয়েও যায় তবে তাৎক্ষনিকভাবে তা থেকে তওবা করে নেয়া উচিত।

শবে বরাতে যে সব কাজ করা বিদ'আত ও নিষিদ্ধ

যে কোন মোবারক তথা বরকতময় স্থান, সময় কিংবা “ইবাদতে শয়তানের প্রচেষ্টা থাকে আদম সন্তানকে সেসব বরকত থেকে বঞ্চিত করা তার এই দুরভিসন্ধি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই এসব কাজে কিছু বিদ'আত ও মনগড়া বিষয়ের উদ্ভব করে দেয়। এরপর এসব বিদ'আতকে সে এমনভাবে সাজিয়ে তোলে যে, কিছু লোক গোড়ামীর কারণে আর কিছু লোক নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার কারণে শয়তানী ধোকার বেড়াজালে অতি দ্রুত আটকে যায়। ফলে সওয়াব আর পূণ্যের বদলে ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতি ও অকল্যাণের বোঝা ক্রয় করে নেয়। “শবে বরাত” ও সেসব বিদ'আত এবং নব নব আবিস্কৃত বিষয়াদী থেকে মুক্ত থাকেনি। শুধু মহানবী সাল্লাল্লাহু

---

[১৩] শুয়াবুল ঈমান খন্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৮৩-৩৮৫, হাদীস নং ৩৮৩৭, আত তারগীব ওয়াত তারহীবঃ ২/২৭১, আদ দুররুল মানসূর : ৬/২৭

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুপম আদর্শ ত্যাগ করে আশ্চর্য ধরনের কতগুলো অনর্থক কার্যাবলী বানিয়ে নেয়া হয়েছে । শু কি তাই? উপরন্তু সেগুলোকে আবার ফরয ও ওয়াজিবের মতো গুরুত্বও দেয়া হচ্ছে এবং অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। নিম্নে সামান্য কিছু আলোচনা পেশ করছি। যাতে তা থেকে সহজে বেঁচে থাকা যায় ।

ক. আতশবাজী

এই আতশবাজী কেবল একটি অহেতুক গুনাহের কাজ নয়; বরং এর দুনিয়াবী কুফল আর অসারতাও আমাদের চোখের সামনে

১. এতে নিজের সম্পদ অযথা ধ্বংস ও অপচয় করা তাছাড়া এ কাজে দুনিয়াতেও ঘৃণিত সর্ব প্রকার ধ্বংসের কারণ। এবং কুরআনে এ ধরনের লোককে শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই সামান্য একটি নিকৃষ্ট কাজে আমাদের দেশে অনেক মোটা অংকের সম্পদ বিনষ্ট করা হয়। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এতো নাজুক এবং ভয়ানক আর অনিশ্চয়তার ভবিষ্যতের দিকে প্রতি মুহূর্তে পা বাড়িয়ে চলছে; যে দেশকে গোলামীর জিঞ্জির কাঁকড়ার মতো আটকে রেখেছে, আর্থিক দৈন্যতা আর অসচ্ছতা প্রতিমুহূর্তে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে;সে দেশে যদি একটি বেহুদা কাজে এভাবে অর্থ ব্যয় করা হয় তবে সে জাতির মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার কিইবা আশা করা যেতে পারে ?

২. এর ফলে নিজের সন্তান-সন্তুতি ও পাড়া প্রতিবেশীর জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। প্রতি বছর শবে বরাতে সংবাদ শুনাযায় যে, এই আতশবাজীর ফলে কোথাও ঘর জ্বলে গেছে, আহত হয়েছে, আবার কেউ বা প্রাণও হারিয়েছে।

৩. শিশুদের হাতে এই আতশবাজীর জন্য টাকা পয়সা দেওয়া হয়। এটা বাল্যকাল থেকেই তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানীর শিক্ষা দেয় এবং অনর্থক রসমের প্রতি অভ্যস্ত করে তোলে । অথচ শরীয়তের পক্ষ থেকে এ শিশুদেরকে ‘ইলম, ‘আমল, শিক্ষা এবং উন্নত চরিত্রে অভ্যস্ত করে তোলার নির্দেশ ছিল । তবে কি (নাউযু বিল্লাহ) শরয়ী নির্দেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করা হলো না? বাজি ফুটানো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আগামীকাল এরাই বোমা ফুটাবে

৪. “শবে বরাতে” বিধাতার রহমত প্রতিটি বান্দাকে তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি আহবান করেছে। ঠিক সে মুহূর্তে এসব গর্হিত কাজে লিপ্ত থাকা কি তাঁর নি'আমতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন নয়? এজন্যই সকল উলামায়ে কেরাম একথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যেমনিভাবে ঐ বিশেষ মুহূর্তগুলোতে নেক আমলের সওয়াব বেড়ে যায় ঠিক তেমনি সেসব মুহূর্তে গুনাহের শাস্তিও বেড়ে যায় ।

৫. এ ছাড়া আলোকসজ্জা ও আতশবাজী হল হিন্দু জাতির দিওয়ালী প্রথার একটি প্রতিচ্ছবি মাত্র। একজন মু'মিনের ঈমানী চেতনা ও জযবা কখনই তা সমর্থন করতে পারে না।

খ. হালুয়া প্রথাঃ

হালুয়া প্রথাটিও এমনভাবে স্থান করে নিয়েছে যে, হালুয়া না বানালে যেন শবে বরাত-ই পালন করা হয় না। অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। কোন ফরয বা ওয়াজিব ছুটে গেলে এতো আফসোস আর হা-হুতাশ করা হয় না যতটা হয় হালুয়া ছুটে যাওয়ার কারণে। কেউ এই প্রথা অনুযায়ী হালুয়া না পাকালে তবে তো সারা। তাকে বখীল, কৃপণ, কুঞ্জুস যা ইচ্ছে তাই বলে লজ্জা দেওয়া হয়। ফলে অনেক অসারতা পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ (এক) নিঃস্প্রয়োজনীয় একটি বিষয়কে অত্যাবশ্যকীয় মনে করা। (দুই) অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি ইত্যাদি।

এই হালুয়া প্রথা চালু করার মানসে কিছু মনগড়া রেওয়াইত (জাল হাদীস) বের করা হয়েছে। কেউ বলে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যখন দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছিল তখন তিনি হালুয়া ভক্ষণ করে ছিলেন। শবে বরাতের হালুয়া যা তারই স্মরণে তৈরী করা। কেউ বলে, হযরত হামযা (রাঃ) এই দিনে শাহাদাত বরণ করেছিলেন । তাই তার ফাতেহা পালনের লক্ষ্যে এই হালুয়া।

প্রথমতঃ এ ধারণাটাই ভুল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দান্দান মোবারক এই দিনে শহীদ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই ধারণাও ভুল যে হযরত হামযা (রাঃ) এই দিনে শাহাদাত বরণ করেছেন । কারণ উভয় ঘটনাই শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, ঐ দিনেই ঘটনা ঘটেছে তথাপিও শরীয়তের নির্দেশ ছাড়া কোন প্রকার স্মারক তৈরী করা বিদ'আত ও অবৈধ।

আর তা ছাড়া এ আবার কোন ধরনের 'ফাতেহা' যে নিজে নিজে পাকিয়ে গুটি কয়েক আত্মীয়-স্বজন নিয়ে খেয়ে সাবাড় করে দিবে; অথচ এর প্রকৃত যে হকদার ফকীর-মিসকীন, তারা বঞ্চিতই থাকবে?

গ. শিরনি বা তাবাররুক :

শহরের অনেক মসজিদেই মসজিদ কমিটি বা মহল্লার যুবক ছেলেরা দলবদ্ধভাবে চাঁদা উঠিয়ে (যা অনেকের কাছ থেকে জোর পূর্বক আদায় করা হয় গরু বা খাসি জবাই করে বিরিয়ানী বা শিরনি পাকিয়ে মুসল্লীদের মধ্যে তাবাররুক নামে বিতরণ করে। এ ধরণের কাজেরও কোন প্রমাণ শরীয়তে নেই। পক্ষান্তরে এতে অনেক অনিষ্টতাও আছে। যেমনঃ-

১. অনেকের নিকট হতে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা হয়। অনেক লোক অনিহা সত্ত্বেও লজ্জায় পড়ে চাঁদা দিয়ে থাকে। অথচ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ কোন মুসলমানের সম্পদ (অন্যের জন্যে) তার সন্তুষ্টি ব্যতীত হালাল নয় ।

২. শিরনি বা তাবাররুকের আয়োজকগণ সারা রাত এ কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন 'ইবাদত করার সুযোগ পান না। তাদের শোর গোলের কারণে অন্যদের 'ইবাদতে মন বসে না ।

৩. অনেকের রোযা রাখার ইচ্ছা থাকলেও বিরিয়ানী বা তাবাররুক ফজরের নামাযের পর দেয়ায় তা আর রাখা হয় না ।

৪. অনেক অবাঞ্চিত অথর্ব লোকও শিরনি লাভের আশায় মসজিদে প্রবেশ করে । অনেক ক্ষেত্রে বিধর্মীরা পর্যন্ত ।

৫. এর চাইতেও মারাত্মক ব্যাপার হলো এই যে, শিরনি আর তাবাররুক বন্টনকালে অনেক জায়গায় হাতাহাতি-মারামারি এরপর রক্তক্ষয়ী লড়াই পর্যন্ত হতে দেখা যায়। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আমীন ।

ঘ. মাইকে কুরআন তিলাওয়াত :

অনেকে বাড়ীতে ও দোকানে লোকদের এনে মাইকে খতমে কুরআনের ব্যবস্থা করে। ইদানিং কোন কোন মসজিদেও এমনটি হতে দেখা যায়। প্রথমতঃ এটা টাকার বিনিময়ে হয়ে থাকে যাতে বিন্দুমাত্র সওয়াবের আশা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এরা এতো দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করে যে, অধিকাংশ শব্দই অস্পষ্ট থেকে যায় এবং উচ্চারণও সহীহ হয় না। ফলে হাদীসের ভাষায় এরা কুরআন তিলাওয়াত করেও সওয়াবের বদলে অভিশাপ কুড়ায়। এ ছাড়া বিনা প্রয়োজনে মাইকে কুরআন তিলাওয়াত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ । কারণ, এতে রুগীদের কষ্ট হয়, 'ইবাদতকারীদের 'ইবাদতে বিঘ্নতা ঘটে। এ ছাড়া রিয়া আর প্রদর্শণীর মতো মারাত্মক গোনাহের কারণতো আছেই ।

ঙ. আলোক সজ্জা প্রথাঃ

এই রাতে বিভিন্ন বাসা-বাড়ী বিশেষ করে মসজিদে ব্যয়বহুল আলোকসজ্জা হতে দেখা যায়। এটা বিধর্মী এবং হিন্দুদের দেওয়ালী উৎসবের মতো। এ ধরনের কর্মকান্ড হারাম ও নাজায়েয। কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যতা রক্ষাকারী ব্যক্তিদেরকে কুরআন তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষনা করেছে। হাদীসে বলা হয়েছেঃ যে ব্যক্তি কোন জাতি বা দলের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে চলে সে সেই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে হযরত আলী ইবনে ইবরাহীম (রাহঃ) বলেনঃ এ রাতে অধিক আলোকসজ্জা করা বিষয়টি "বারামেকাহ" নামীয় একটি সম্প্রদায় থেকে আরম্ভ হয়েছে। এরা বাস্তবে অগ্নিপূজারী ছিল । ইসলাম গ্রহণের পর তারা এ প্রথাগুলো ইসলামে প্রবেশ করে,

যাতে তারা মুসলমানদের সাথে নামায পড়তে গিয়ে আগুনকে সেজদা করতে পারে। এরপর হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে তাদের প্রকৃত হেদায়েত প্রাপ্ত ইমামগণ জোর চেষ্টা-তদবীর চালিয়ে মিশর ও শাম দেশ হতে এ প্রথা উঠিয়ে দেয়।

চ. মসজিদে জমায়েত হয়ে হৈ চৈ করাঃ

রাত জেগে 'ইবাদত করার উদ্দেশ্যে যদি কাকতালীয়ভাবে দু-চারজন মানুষ মসজিদে জমা হয়ে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার অথবা নামাযে মশগুল থাকে তবে কোন দোষের কথা নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে এ বিষয়টি এমন একটি অবস্থায় পৌঁছেছে যে, তা প্রতিহত করা একান্ত প্রয়োজন।

যেমন, ডেকে ডেকে জনগণকে মসজিদে জমায়েত করা। এরপর হৈ চৈ আর রং-তামাশা করে রাত কাটিয়ে দেওয়া। এভাবে গুরুত্বের সাথে মসজিদে জড়ো হওয়াটাও নব আবিষ্কৃত একটি বিদ'আত। হযরত সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সবচাইতে বড় আবেদ। তাঁরা কখনো এভাবে জমা হতেন না। উপরন্তু এ রাতে বাচ্চারা আবার কোথাও বড়রা মাইকে বিভিন্ন প্রকার না'ত হামদ ইত্যাদি পাঠ করে থাকে-এর দ্বারা মসজিদে ভীষণ হৈ চৈ হয় । এসব মসজিদের আদবের পরিপন্থি ও ফেরেস্তাদের কষ্ট এবং গুনাহ ও আখেরাত বর্বাদের কারণ ছাড়া কিছুই নয় ।

ছ. গোরস্তানে মেলা বসানো :

এসব বর্জনীয় রসম সমূহের অন্যতম একটি হলো, মানুষ এ রাতে বিভিন্ন কবরস্থান, মাজার ইত্যাদিতে গিয়ে মেলা বসে এবং বাতি জ্বালায়। বহু দূর থেকেও মানুষ সফর করে আসে। এরপর ইতস্ততঃ ঘোরা ফেরা করে, বিভিন্ন প্রকার তামাশা দেখে এই মূল্যবান সময়টা নষ্ট করে দেয়। পক্ষান্তরে কিছু লোক সেখানে গিয়ে খানা পাক করে এবং বিতরণ করে সময়টা নষ্ট করে দেয়। ফলে তারা এ রাতের সর্বপ্রকার খায়েরও বরকত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। কারণ এসবই গোনাহের কাজ। প্রত্যেক মুসলমানের তা পরিহার করা উচিত।

মোটকথা, এ রাতের সুন্নত আমল কেবল পূর্বে বর্ণিত বিষয়গুলো। এ ছাড়। যা কিছু রয়েছে তা কেবল মানুষের মনগড়া আবিষ্কৃত বিদ'আত হারাম, ইহ ও পরকালীন অকল্যাণই বয়ে আনে। এর চাইতে উত্তম হবে সারা রাত নাক ডেকে ঘুমিয়ে ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা ।

উপরোক্ত সব আলোচনার সার কথা হলো যে, মুসলমানদের উচিত এ মূল্যবান সময়ের কদর করা এবং বিভিন্ন 'ইবাদতের মাধ্যমে লাভবান হওয়া। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে সেসব গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখা যা পূন্যের কাজ মনে করে করা হয়।

মহিলাদের জামা'আত

মহিলাদের জামা'আতের বিষয়টিও আলোচনার যোগ্য। এ ব্যাপারে মাসআলা হচ্ছে এই যে, মহিলাদের পরস্পরে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় বা অনুত্তম। চাই তা ফরয হোক বা সুন্নত। কিংবা নফল। কারণ মহিলাদের জন্যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নির্দেশ হলো যে, যদি তোমাদের 'ইবাদত করতে হয় তবে নির্জনে একা একা করবে। জামা'আত মহিলাদের জন্যে মোটেও পছন্দনীয় নয় আর মসজিদে গমন করা ও পুরুষদের সাথে জামা'আতে অংশ গ্রহণ করা মকরূহে তাহরীমী।[14] দ্বীন মূলত শরীয়তের অনুকরণেরই নাম। সুতরাং এমন বলা মোটেও নমীচীন নয় যে, 'আমাদেরও এভাবে জামা'আতের সহিত 'ইবাদত করতে মন চায়। মনের এই ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে। কারণ, মন অনেক কিছুই চাইবে। মন চাইলেই যেকোন কাজ শরীয়তের গন্ডিতে প্রবেশ করবে এমনও নয়। যে বিষয়টি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করেননি তা না করাই শ্রেয়। যদিও মন চায় ।

শবে বরাত : কিছু ভ্রান্তি নিরসন

প্রশ্ন ১ : *আমি এক কিতাবে পড়েছি যে, শবে বরাত বিষয়ক সকল হাদীস 'মওযু'। ইবনে দিহয়ার উদ্ধৃতিতে কথাটা ওই কিতাবে লেখা হয়েছে।*

উত্তর : এটা একটা ভুল কথা। ইবনে দিহয়া কখনো এমন কথা বলতে পারেন না। যিনি তার উদ্ধৃতিতে এ কথা লিখেছেন তিনি ভুল লিখেছেন। ইবনে দিহয়া শুধু এটুকু বলেছেন যে, শবে বরাতে বিশেষ নিয়মের নামায এবং সে নামাযের বিশেষ ফযীলতের যে কথাগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত, তা মওযু। তাঁর মূল আরবী বক্তব্য তুলে দিচ্ছি :

أحاديث صلاة البراءة موضوعة

'শবে বরাতের বিশেষ নামায সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো মওজু।'

(তাযকিরাতুল মওজুআত, মুহাম্মাদ তাহের পাটনী পৃ. ৪৫)

আল্লামা লাখনৌবী রাহ. 'আল আছারুল মারফুআ ফিল আখবারিল মওজুআ' (পৃ. ৮০-৮৫)তে পরিষ্কার লিখেছেন যে, 'শবে বরাতে রাত্রি জেগে ইবাদত করা এবং যেকোনো নফল আমল যাতে আগ্রহ বোধ হয় তা আদায় করা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। এ রাতে মানুষ যত রাকাআত ইচ্ছা নামায পড়তে পারে, তবে এ ধারণা ভুল যে, এ রাতের বিশেষ নামায রয়েছে

---

[14] দরসুল ফিক্‌হ ১/৪৮-৫৮

এবং তার বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। যেসব বর্ণনায় এ ধরনের কথা পাওয়া যায় সেগুলো 'মওযু।' তবে এ রাত একটি ফযীলতপূর্ণ রজনী এবং এ রজনীতে ইবাদত-বন্দেগী করা মুস্তাহাব-এ বিষয়টি সহীহ হাদীস থেকেও প্রমাণিত। মোটকথা, এ রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করা যেমন ভুল তদ্রূপ মনগড়া কথাবার্তায় বিশ্বাসী হওয়াও ভুল।'

আল্লামা শাওকানীও 'আল ফাওয়াইদুল মাজমূআ' পৃ. ৫১)তে এই ভুল ধারণা সংশোধন করেছেন।

প্রশ্ন ২ : *একজন আলিমের কাছে শুনেছি যে, শবে বরাতে কবরস্থানে যাওয়া 'মাসনূন' নয়। আর আজকাল যেভাবে এ রাতে কবরস্থানে মেলা বসানো হয় এবং মহিলারাও বেপর্দা হয়ে সেখানে গিয়ে ভিড় করে, তা তো একেবারেই নাজায়েয।*

প্রশ্ন এই যে, যতটুকু নাজায়েয তা তো অবশ্যই নাজায়েয, কিন্তু যদি মহিলারা বেপর্দা না হয় এবং কোনো গুনাহর কাজও সেখানে না হয় তবুও কি এ রাতে কবর যিয়ারত মাসনূন বলা যাবে না? হাকীমুল উম্মত 'ইসলাহুর রুছূম' কিতাবে একে 'মাসনূন' লিখেছেন।

উত্তর : মহিলাদের জন্য যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়া এমনিতেও নিষেধ। এরপর যদি পর্দাহীনতা ও অন্যান্য আপত্তিকর বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত হয় তবে তা আরো কঠিন হয়ে যায়। আর কবরস্থান যদি নিকটবর্তী হয় এবং মাযার না হয় আর সেখানে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কাজকর্ম না হয় তাহলে পুরুষের জন্য এ রাতে সেখানে গিয়ে যিয়ারত করার বিধান কী? হাকীমুল উম্মত রাহ. প্রথমে একে মাসনূন লিখেছিলেন। পরে আরো চিন্তা-ভাবনা ও উলামায়ে কেরামের সঙ্গে মত বিনিময় করার পর ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন এবং লেখেন যে, আমি কবরস্থানে যাওয়া থেকে বারণ করাকেই অধিক সতর্কতার বিষয় মনে করি। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২৮) শরীয়তের নীতিমালার আলোকে হযরত থানভী রাহ-এর দ্বিতীয় মতই অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন ৩ : *সুনানে ইবনে মাজাহ-তে (হাদীস নং : ১৩৮৮) পনেরো শা'বান রাত সম্পর্কে এই হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে :*

قوموا ليلها وصوموا نهارها

এই রাত জেগে ইবাদত কর এবং দিনে (অর্থাৎ পনেরো শা'বান) রোযা রাখ।

এই হাদীসটি থানভী রাহ. 'খুতবাতুল আহকাম'-এ উল্লেখ করেছেন এবং 'ইসলাহুর রুসূম'-এ পনেরো শাবান-এর রোযাকে মাসনূন বলেছেন। কিন্তু এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, শায়খ আলবানী এই হাদীসটিকে মওযু বলেছেন। এরপর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তকী উছমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর 'ইসলাহী খুতবাত'-এ দেখলাম যে, সেখানে এই

হাদীসটিকে ‘জয়ীফ’ লেখা হয়েছে এবং এই রোযাকে ‘সুন্নত’ মনে করা ভুল বলা হয়েছে। প্রকৃত বিষয়টি বুঝে আসছে না। আশা করি সাহায্য করবেন।

উত্তর : ইবনে মাজাহর উপরোক্ত হাদীসটি ‘মওজু’ তো কখনোই নয়। তবে সনদের দিক থেকে ‘জয়ীফ’। যেহেতু ফাযাইলের ক্ষেত্রে ‘জয়ীফ’ গ্রহণযোগ্য তাই আলিমগণ শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে এ হাদীস বয়ান করে থাকেন।

শায়খ আলবানী ‘সিলসিলাতুয যয়ীফা’ (৫/১৫৪) তে এই বর্ণনাকে ‘মওজূউস সনদ’ লিখেছেন। অর্থাৎ এর ‘সনদ’ মওজূ। যেহেতু অন্যান্য ‘সহীহ’ বর্ণনা উপরোক্ত বর্ণনার বক্তব্যকে সমর্থন করে সম্ভবত এজন্যই শায়খ আলবানী সরাসরি ‘মওজূ’ না বলে ‘মওজূউস সনদ’ বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তথাপি শায়খ আলবানীর এই ধারণা ঠিক নয়। সঠিক কথা এই যে, এই বর্ণনা ‘মওজূ’ নয়, শুধু ‘জয়ীফ’। ইবনে রজব রাহ. প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের এই মতই আলবানী সাহেব নিজেও বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আলবানী সাহেব যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন তা এই যে, এ বর্ণনার সনদে ‘ইবনে আবী ছাবুরা’ নামক একজন রাবী রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাদীস জাল করার অভিযোগ রয়েছে। অতএব এই বর্ণনা ‘মওজু’ হওয়া উচিত। তবে এই ধারণা এ জন্য সঠিক নয় যে, ইবনে আবী সাবুরাহ সম্পর্কে উপরোক্ত অভিযোগ ঠিক নয়। তার সম্পর্কে খুব বেশি হলে এটুকু বলা যায় যে, জয়ীফ রাবীদের মতো তার স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা ছিল। রিজাল শাস্ত্রের ইমাম আল্লামা যাহাবী রাহ. পরিষ্কার লিখেছেন যে, ‘স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণেই তাকে জয়ীফ বলা হয়েছে।’ দেখুন সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২৫০

সারকথা এই যে, উপরোক্ত বর্ণনা মওজু নয়, শুধু জয়ীফ।

পনেরো শাবানের রোযা সম্পর্কে থানভী রাহ. যে ‘মাসনূন’ বলেছেন তার অর্থ হল মুস্তাহাব। আর ইসলাহী খুতবাতের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে পড়া হলে দেখা যায় যে, তা এ কথার বিপরীত নয়। ওই আলোচনায় ‘জয়ীফ’ হাদীসের ওপর আমল করার পন্থা বিষয়ে একটি ইলমী আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। হযরত মাওলানা পনেরো তারিখের রোযা রাখতে নিষেধ করেননি। তিনি শুধু এটুকু বলেছেন যে, একে শবে বরাতের রোযা বলবে না। গোটা শাবান মাসেই শুধু শেষের দুই দিন ছাড়া, রোযা রাখা মুস্তাহাব। তাছাড়া প্রতিমাসের ‘আয়্যামে বীজ’ (চাঁদের ১৩,১৪,১৫ তারিখ) রোযা রাখা মুস্তাহাব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ দিনের রোযা রাখা হলে ইনশাআল্লাহ ছওয়াব পাওয়া যাবে।

***প্রশ্ন ৪ :** আমি একটি পুস্তিকায় পড়েছি যে, শবে বরাত সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত পাওয়া যায় তন্মধ্যে সনদের বিবেচনায় সবচেয়ে উত্তম রেওয়ায়েতটিই হল 'জয়ীফ।' তাহলে অন্যগুলোর অবস্থা খুব সহজেই অনুমেয়। এ কথা কি সঠিক?*

উত্তর : এ কথাটা একেবারেই ভুল। শবে বরাত সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীস এসেছে। তার মধ্যে একটি হাদীস 'সহীহ', কিছু হাদীস 'হাসান' আর কিছু 'জয়ীফ'। এ জন্য শবে বরাতের ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীস জয়ীফ-একথা ঠিক নয়। সনদের বিচারে সবচেয়ে উত্তম বর্ণনা সেটা যা ইবনে হিববান 'কিতাবুস সহীহ' তে (হাদীস ৫৬৬৫) বর্ণনা করেছেন।

عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 'অর্ধ শাবানের রাতে আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতপর শিরককারী ও বিদ্বেষপোষণকারী ছাড়া তার সমগ্র সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন।'

আরো একাধিক হাদীসে এ বিষয়টি এসেছে। যেগুলোর সনদ 'হাসান লিযাতিহী বা হাসান লিগায়রিহী।' যথা মুসনাদে আহমদ এর ৬৬৪২ নং হাদীস, এবং মুসনাদুল বাযযার (২০৪৫)-এ আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত হাদীস।

এছাড়া এ রাতের আমল সম্পর্কে 'শুআবুল ঈমান' বায়হাকীর নিম্নোক্ত হাদীসটি লক্ষণীয়।

হযরত আলা ইবনুল হারিছ রাহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হল তিনি হয়তো মৃত্যু বরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন তখন আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে আয়েশা, অথবা বলেছেন, ও হুমায়রা, তোমার কি এই আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার আশংকা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন-

هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم.

'এটা হল অর্ধ-শাবানের রাত। (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত।) আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তাঁর বান্দার প্রতি মনোযোগ দেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং

অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই।' -শুআবুল ঈমান, বায়হাকী ৩/৩৮২-৩৮৩

ইমাম বাইহাকী রাহ. এই হাদীসটি বর্ণনার পর এর সনদের ব্যাপারে বলেছেন-

هذا مرسل جيد

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ রাতে দীর্ঘ নফল নামায পড়া, যাতে সেজদাও দীর্ঘ হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য।

এধরনের বেশ কয়েকটি সহীহ ও হাসান হাদীস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কি এ কথা বলা উচিত যে, এ বিষয়ে সর্বোত্তম হাদীসটি সনদের বিচারে জয়ীফ? ভালোভাবে না জেনে কথা বলা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন।

প্রশ্ন ৫ : *লোকেরা বলে, এ রাতের ফযীলত শবে কদরের সমান। কুরআন মজীদে 'লায়লাতিন মুবারাকা' বলে শবে বরাত বোঝানো হয়েছে। এ কথাটা কি সঠিক?*

উত্তর : দুটো কথাই ভুল। শবে বরাতকে শবে কদরের সমান মনে করা ভুল। কুরআন-হাদীসে শবে কদরের যত ফযীলত এসেছে শবে বরাত সম্পর্কে আসেনি। বিশেষত কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার মতো বরকতময় ঘটনা শবে কদরেই সংঘটিত হয়েছে। এই ফযীলত অন্য কোনো রজনীতে নেই।

'লায়লাতিন মুবারাকা' বলে শবে কদরকেই বোঝানো হয়েছে, যা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সূরা কদরে। এজন্য এখানে শবে বরাত উদ্দেশ্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সব ধরনের প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক অবস্থানে দৃঢ়পদ থাকার তাওফীক দান করুন। ইমাম ইবনে রজব রাহ. এর ভাষায় : 'মুমিনের কর্তব্য এই যে, এ রাতে খালেস দিলে তওবা করে যিকির, দুআ ও ইস্তেগফারের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। যত্নের সঙ্গে নফল নামায পড়বে। কেননা কখন মৃত্যু এসে যায় বলা যায় না। তাই কল্যানের মওসুম শেষ হওয়ার আগেই তার মূল্য দেওয়া কর্তব্য। আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে ছওয়াব লাভের আশা নিয়ে পনেরো তারিখের রোযাও রাখবে। তবে অত্যন্ত জরুরি বিষয় হল, ওইসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, যেগুলো এ রাতের সাধারণ ক্ষমা ও দুআ কবুল হওয়া থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে দেয়। যথা : শিরক, হত্যা, হিংসা-বিদ্বেষ। এগুলো সবগুলোই কবীরা গুনাহ। আর হিংসা-বিদ্বেষ তো এতই গর্হিত বিষয় যে, এটা অধিকাংশ সময়ই মানুষকে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।[১৫]

---

[১৫] www.alkawsar.com/bn/article/1547/

পরিশিষ্ট

সহায়ক গ্রন্থ ও ওয়েবসাইটঃ

১. শবে বরাতের তত্ত্বকথা-করণীয় ও বর্জনীয় – মুফতী তাক্বী উসমানী, মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন
২. শবে-বরাত-ফযীলত ও আমল - ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
৩. www.alkawsar.com
৪. www.ifatwa.info
৫. www.muslimbangla.com

প্রস্তুতকারীঃ

মুহাম্মাদ তৌফিকুর রহমান
ব্যাচঃ ২০২
রোলঃ ২০২০১০৪৯
ষষ্ঠ সেমিস্টার, ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা
ঠিকানাঃ শহীদ আব্দুল হামিদ হল, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪
মোবাইলঃ ০১৭৮০৫২০৬১৭
ই-মেইলঃ mdtoufiqurrahman01@gmail.com

মুহাম্মাদ তৌফিকুর রহমান। ডাকনাম তৌফিক। জন্ম এবং বেড়ে ওঠা কুষ্টিয়া জেলায়। বর্তমানে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৩য় বর্ষে অধ্যয়নরত।